



225762 - যবে ব্যক্তিসন্দহে করছনে যবে, তনি যাদুগ্রস্ত কনিতু তনি ঝাড়ফুক তলব করতবে চান না যাতবে করে তনিসেই সততর হাজার ব্যক্তরি অন্তর্ভুক্ত হতবে পারনে যারা বনি হসিববে জান্নাতবে প্রবশে করববে

প্রশ্ন

আমাদরে এক প্রতবিশৌনি আমাদরেকে হংসা করবে; যদও আমরা তাকে সম্মান করি ও তার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করি না। সবে আমাদরে জন্য যাদু করছে। আমার নিজস্ব পোশাক ব্যবহার করবে; যবে পোশাকে আমার ঘামরে দাগ ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আমি দুইবার স্বপ্নে দেখেছি যবে, সবে আমার গায়ে একটা তরল পদার্থ ঢালছে যবে তরলটিকে আমি চিনি না। আমি ভয় পেয়ে জগে উঠেছিলাম। আমরা একটা রক্ষণশীল পরিবার; দ্বীনকে ভালবাসি। আমরা যতদূর পারি ভাল আমল করার চেষ্টা করি। কনিতু আমরা কিছু সংকট, ভুল বুঝাবুঝি ও বহু সমস্যায় ভুগছি। কিছুদিন ধরে আমি অনুভব করছি যবে, আমার ভেতরে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমি আগরে মত হাসখুশি, কর্মচঞ্চল ও পরিশ্রমী নই। আমি খুব দ্রুত রগে যাই। দিনে ঘুমাই, রাতবে জগে থাকি। কোন কারণ ছাড়া আমি দুটো চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজেকে নয়ন্তরণ করতবে পারছি না। আমি অনুভব করছি যবে, কটে একজন আমাকে কিছু বিষয় করাতবে বাধ্য করছে। আমি ক্লান্তি অনুভব করি। আমার বয়স ২৭ বছর। আমি বরিক্তবিবেধ করা শুরু করছি। আমি নিজেকে কোন ঝাড়ফুককারীর কাছে পশে করনি; যাতবে করে আমি সেই সততর হাজার মানুষরে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতবে পারি যারা ঝাড়ফুক তলব করবে না। আমি ৪০ দিন যাবৎ প্রতদিন সূরা বাক্বারা তলোওয়াত করার চেষ্টা করছি; কনিতু পারনি। আমি বহুবার চেষ্টা করছি। প্রত্যকেবার যখন চেষ্টা করতাম আমি ভয়ানক স্বপ্ন দেখতাম। আমি নামাযবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তনি যনে এই যাদুকবে নষ্ট করবে দনে। আমি অনুভব করছি যবে, আমার পরিবাররে সবাই যাদুগ্রস্ত। আমি জানি না আমি কী করব? আমাকে ফতোয়া দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মানুষরে উপর যাদু কথিবা জ্বনিরে প্রভাব বাস্তব; অস্বীকার করার কিছু নই। কনিতু একজন মুসলমি তার জন্দিগৌতে যবে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় সবে সবগুলোকে যাদু বা জ্বনিরে প্রভাবরে সাথে সম্পৃক্ত করাটা অনুচিত। এটা করার ফলে ব্যক্তি নানা সংশয় ও কল্পনার মধ্যে বাস করবে এবং দিনরে পর দিন এটা বাড়তে থাকবে ও সুদৃঢ় হবে।

একজন মুসলমিরে কর্তব্য প্রথমে নিজরে অবস্থা বিচার করা: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলরে আনুগত্য সবকছির মূলধন এবং সকল কল্যাণরে কারণ। আর আল্লাহর অবাধ্যতা সকল অকল্যাণরে কারণ। তাই একজন মুসলমিরে উচিত আল্লাহর আনুগত্যরে ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বঁচে থাকা। কারণ উত্তম জীবন হচ্ছে মুমনিদরে জন্য যারা নকে আমল করবে:



‘যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদরেকে তাদরে শ্রেষ্ট কাজের পুরস্কার দবে।’ [সূরা আন-নাহল, ১৬: ৯৭] আর দুর্দশাগ্রস্ত জীবন হচ্ছে তার জন্ম যে আল্লাহর যিকিরি (স্মরণ) থেকে মুখ ফরিয়ি নেয়: ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বমিখ হব তে তার জন্ম রয়েছে কষ্টের জীবন এবং আমি তাকে কয়ামতেরে দনি অন্ধ অবস্থায় উঠাব।’ [সূরা ত্বহা, ২০: ১২৪]

অবাধ্যতা ও বমিখতা যত তীব্র হব কষ্ট ও সৎকট তত তীব্র হব।

এরপর আসবে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পালা; চাকুরীর সন্ধান করার মাধ্যমে, অলসতা না করা এবং কর্মক্ষত্রে বা অন্য ক্ষত্রে মানুষ যে কষ্ট পায় সটোতে ধরৈয় ধরা; যাতে করে এক পর্যায় আল্লাহ তাকে তাওফকি দনে এবং তার ধারণার বাইরে থেকে তাকে জীবিকা দান করনে।

অনুরূপভাবে আপনি পরিবারেরে সদস্যদেরে মাঝে অনেকে সমস্যা বদ্যমান থাকার যে কথাটি উল্লেখ করছেন সক্ষেত্রে প্রত্যকেরে উচতি নিজেকে সংশোধন করা। প্রত্যকেরে নিজেকে উত্তম চরতিরে ভূমতি করার মাধ্যমে, অধিক ধরৈয়, সহ্য, খারাপ আচরণেরে বদলে ভাল আচরণ করার মাধ্যমে এবং এই সমস্যাগুলোর কারণ নির্ণয়েরে মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষত্রে যে কারণগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার তমেন কিছু থাকে না। আর যদি প্রকৃতপক্ষে কিছু কারণ থেকে থাকে তাহলে শান্ত ও ভালবাসার পরবিশে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা; যাতে সে কারণগুলো দূর করা যায়।

এগুলো করার সাথে সাথে আপনি নির্ভরযোগ্য কোন ঝাড়ফুককারীর কাছে যতে কোন বাধা নেই; যনি আপনাকে এই যাদুকে পরাজতি করতে সাহায্য করবনে। যদি সত্যহি কোন যাদু থেকে থাকে। আমরা আপনাকে এই পরামর্শই দচ্ছি।

এর সাথে সূরা বাক্বারা পড়ার ক্ষত্রে আপনার দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই; তা আপনার জন্ম যত কঠনিই হোক না কনে। কারণ এটি চিকিৎসা ও সমাধানেরে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এক্ষত্রে অবহলো করা বা কসুর করা উচতি হব না। এমন যনে না হয় এক্ষত্রে কসুর করে পরে যাদু, সংকট ও সমস্যার অভিযোগ করবনে...।

আর সত্‌তর হাজার মানুষেরে হাদসি: এই সত্‌তর হাজার মানুষ এরা সর্বোত্তম মানুষ নয়, আর না তারা জান্নাতেরে সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী। হতে পারে কোন মানুষেরে হিসাব নয়ো হব, সে জান্নাতে প্রবশে করবে এবং জান্নাতে এই সত্‌তর হাজার ব্যক্তিরি চয়ে উচ্চ স্তরে থাকবে যমেনটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করছেন।

তাছাড়া এই সত্‌তর হাজার ব্যক্তি এই মহান মর্যাদা তথা বনি হিসাবে ও বনি আযাবে জান্নাতে প্রবশে করা কবেল ঝাড়ফুক বর্জন করার কারণে লাভ করনে। বরং তাদরে তাওহীদেরে পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলেরে পরিপূর্ণতার কারণে লাভ করেছে। পরিপূর্ণ তাওহীদ ও পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ছিলি সর্বক্ষত্রে তাদরে জীবনাদর্শ।

তদুপরি ঝাড়ফুক তলব করা হারাম নয়; মাকরুহও নয়। বরং কোন কোন আলেমে হাদসিটিরি অর্থ এভাবে করছেন যে: তারা যে



ঝাড়ফুক তলব করে না কথিবা য়ে ঝাড়ফুক নজিরোও করে না; সটো হচ্ছ্ে জাহলৌ ঝাড়ফুক, যাদুকরদরে মন্ত্ৰ ইত্য়াদি। পক্ষ্যান্তরে কুরআন দিয়ে, আল্লাহ্ৰ যকিরি দিয়ে শরয়িতসম্মত ঝাড়ফুক নষিদিধ নয়; এমনকি সটো যদরিগৌ তলব করে তবুও।

কুস্তাল্লানি (রহঃ) বলনে:

“তারা ঝাড়ফুক তলব করে না”: অর্থাৎ তারা সাধারণভাবে কোনে ঝাড়ফুক তলব করে না। কথিবা তারা জাহলৌ ঝাড়ফুক তলব করে না। [ইরশাদুস সারী (৯/২৭১) থেকে সমাপ্ত]

দখুন: ইবনুল হাজারে ‘ফাতহুল বারী’ (১১/৪১০)।

এই অভিমতরে ভিত্তিতে: রোগীর ঝাড়ফুক তলব করা তথা শরয়ি ঝাড়ফুক তলব করা তাকে সত্ৰ হাজার ব্যক্তরি গণ্ডি থেকে বরে করে দবি নে।

তাছাড়া এই সত্ৰ হাজার ব্যক্তরি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নমিত্তি ব্য়ক্তি ঝাড়ফুক বর্জন করে উদ্বগ্নি, অস্থরি, পরেশোন, সংকীর্ণ চিত্ত, সন্দহেপ্রবণ ও অধরৈয় হয়ে বসে থাকা প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়। এগুলোর কোনটি এই সত্ৰ হাজার ব্যক্তরি বশেষ্ট্য নয়। বরং আপনার মত যার অবস্থা তার উচতি কোনে ঝাড়ফুককারীর কাছে যাওয়া, আল্লাহ্ৰ আনুগত্য পালনে পরশ্রমী হওয়া এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। আশা করি আপনি এই সত্ৰ হাজার ব্যক্তরি মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হবনে না।

আর যদি ধরে নয়ো হয় য়ে, আপনি এই সত্ৰ হাজার ব্যক্তরি মধ্যে পড়বনে না তদুপর আল্লাহ্ৰ অনুগ্রহ প্রশস্ত। আশা করি আল্লাহ্ আপনাকে জান্নাতে এই বশিষে মর্যাদার বদলে অন্য মর্যাদা দবিনে।

আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে তাওফিক দনি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।